মেহেরপুর জেলা যুবলীগের একাংশের প্রতিবাদ মিছিল ও সমাবেশ

যুবলীগ নেতা আজাদ শেখের হত্যার প্রতিবাদে ও এই হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত বিএনপি-জামাতের সন্ত্রাসীদের অবিলম্বে গ্রেফতারের দাবিতে কেন্দ্রীয় যুবলীগের নির্দেশে সারা দেশের ন্যায় মেহেরপুরেও জেলা যুবলীগের প্রতিবাদ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শুক্রবার (২১ জুলাই) বিকাল সাড়ে পাচটায় মেহেরপুর জেলা যুবলীগের একাংশের আয়োজনে মেহেরপুর জেলা যুবলীগের যুগ্ন আহবায়ক সরফরাজ হোসেন মৃদুলের নেতৃত্বে এই প্রতিবাদ মিছিল সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

তবে কর্মসূচি প্রতিবাদ মিছিল ও সমাবেশের হলেও মিছিলের ব্যানারে লেখা ছিল “২০ মে ২০২৩ শনিবার, শান্তি সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল। ” মেহেরপুরের বিভিন্ন অনলাইন পোর্টাল ও ফেসবুক পেজে কর্মসূচিটি লাইভ করা হয়। ব্যানারের এই ভুল নিয়ে বিভিন্ন মহলে বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়।

উল্লেখ্য ২০ জুলাই খুলনা বিভাগীয় “তারুণ্যের জয়যাত্রা” সমাবেশ শেষে সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরার পথে নড়াইলের কালিয়া উপজেলার ১১ নং পেরুলিয়া ইউনিয়নের খেয়াঘাটে ওৎপেতে থাকা বিএনপি-জামাতের সঙ্ঘবদ্ধ সন্ত্রাসী হামলায় ১১ নং পেরুলিয়া ইউনিয়ন যুবলীগ নেতা আজাদ শেখ
(৩০) নিহত হন এবং যুবলীগ কর্মী জনি সরদার গুরুতর আহত হন। বিএনপি-জামাতের ন্যাক্কারজনক সন্ত্রাসী হামলার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগ চেয়ারম্যান শেখ ফজলে শামস পরশ ও সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব মোঃ মাইনুল হোসেন খান নিখিল। একই সাথে যুবলীগ নেতা আজাদ শেখের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে এবং এই হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত বিএনপি-জামাতের সন্ত্রাসীদের অবিলম্বে গ্রেফতারের দাবিতে দেশব্যাপী এই কর্মসূচি পালন করা হয়।

মুজিবনগরে চেয়ারম্যান আয়ূব হোসেনের একযুগ পূর্তি উপলক্ষে আলোচনা সভা

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের তিন মেয়াদে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি হিসেবে চেয়ারম্যান আয়ুব হোসেনের দায়িত্ব পালনের একযুগ পূর্তি উপলক্ষে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে ইউনিয়নবাসী।

আজ বৃহস্পপতিবার বিকেলে ইউনিয়ন ব্যাপী মোটরসাইকেল শোভাযাত্রা, পুষ্পমাল্য অর্পণ, কেককাটা, আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দিনটি স্মরণ করা হয়।

অনুষ্ঠানের শুরুতে ইউনিয়নব্যাপী মোটরসাইকেল শোভাযাত্রা করে মুজিবননগর স্মৃতিসৌধ পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হয়। এরপরে মুজিবনগর স্মৃতি কমপ্লেক্সে অবস্থিত বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান চেয়ারম্যান আয়ুব হোসেন।

বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদ চত্ত্বরে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে ইউপি চেয়ারম্যান আয়ুব হোসেনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার অনিমেষ বিশ্বাস।

বিশেষ অতিথি ছিলেন মেহেরপুর জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান অ্যাড. আব্দুস সালাম, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. ইব্রাহীম শাহীন, মুজিবনগর থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মেহেদী রাসেল, মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম, মহাজনপুর ইউপি চেয়ারম্যান আমাম হোমেন মিলু, উপজেলা যুব মহিলা লীগ সভাপতি তকলিমা খাতুন, সাধারণ সম্পাদক তহমিনা খাতুন, বাগোয়ান ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ সভাপতি মজিবুর রহমান মধু বিশ্বাস, সাবেক প্রধান শিক্ষক প্রশাস্ত মন্ডল। উপস্থিত ছিলেন ইউনিয়নের পরিষদের সকল ইউপি সদস্যবৃন্দ, ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দসহ গণ্যমান্য ব্যাক্তিবর্গ।

সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে মঞ্চ মাতায স্থানীয় ও অন্য জেলা থেকে আগত শিল্পীবৃন্দ। অনুষ্ঠানের শেষে আতশ বাজি ফাটিয়ে আকাশ রাঙানো হয়।

১২ বছরের দীর্ঘ মেয়াদে পরিষদ পরিচালনা ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব প্রদানের অভিজ্ঞতার আলোকে চেয়ারম্যান আয়ুব হোসেন বলেন আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে ভুল ভ্রান্তি ভুলে সকলকে এক ঐক্যের মাধ্যমে শক্তিশালী সংগঠনিক অবস্থানের মধ্য দিয়ে শেখ হাসিনাকে পুনর্বার বাংলাদেশে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব এনে দিতে হবে।

চুয়াডাঙ্গা যুবলীগের তারুণ্য জয়যাত্রা সমাবেশ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গা আওয়ামী যুবলীগের তারুণ্যের জয়যাত্রা সমাবেশ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ বুধবার বিকাল সাড়ে চারটার সময় চুয়াডাঙ্গা শহীদ হাসান চত্বরের মুক্তমঞ্চে এই তারুণ্যের জয়যাত্রা সমাবেশ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠান সভাটি সভাপতিত্ব করেন, বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার আহ্বায়ক ও চুয়াডাঙ্গা জেলা ক্রিয়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক নঈন হাসান জোয়ার্দার। সভাটি আয়োজনে ছিলেন, বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগ চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখা।

সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক এ্যাড. ড. শামিম আল সাইফুল সোহাগ।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এম জাহাঙ্গীর আলম, এ্যাড. শাহারিয়ার কবির, জুবায়ের আহমেদ সাব্বির, প্রমুখ।

এছাড়াও সভায় উপস্থিত ছিলেন, জেলার বিভিন্ন ইউনিটের আওয়ামী যুবলীগের নেতাকর্মীরা।

অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী যুবলীগের সদস্য শরিফ হোসেন দুদু, এ্যাডভোকেট তসলিম হাসান

ফিরোজ, আলমডাঙ্গা উপজেলা যুবলীগের আহবায়ক সোনাহার মনন্ড।

সভাটি সঞ্চায়লনা করেন, বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগ চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার যুগ্ম আহ্বায়ক সামসুদ্দোহা মল্লিক হাসু ও জিল্লুর রহমান জিল্লু।অনুষ্ঠানের শুরুতে চুয়াডাঙ্গা জেলা যুব লীগের সকল নেতাকর্মিরা বিএনপির কালো হাত ভেঙে ফেলা হোক স্লোগান করতে করতে সভায় উপস্থিত হন। এরপর শুরু হয় সভার মুল আনুষ্ঠানিক পর্ব। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলোওয়াত করেন হাফেজ উমর ফারুক।

এসময় সভায় উপস্থিত বক্তারা বলেন, আজকের এই সভার মাধ্যমে আওয়ামী যুবলীগ আগামি জাতীয় দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে সফল ভুমিকা রাখবে। আগামী নির্বাচনের রাজপথ দখল করে রাখতে হবে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা হাতকে শক্তিশালী করতে হলে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয় কাজ করতে হবে। প্রতিটি জেলায় জেলায় তারুণ্যের জয়যাত্রায় সভা শুরু হয়েছে। এই ভাবে বিএনপিকে প্রতাহিত করবো। বিএনপির সকল প্রকার সফল হতে দেব না। মিথ্যা ও অপপ্রচারে কোন কান দিবেন না। জামাত বিএনপিকে বলতে চাই। আওয়ামী যুবলীগের মাটি চুয়াডাঙ্গার ঘাঁটি। তারুণ্য এই জয়যাত্রায় মাধ্যমে যুবলীগ আগামি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অগণিত ভুমিকা রাখবে। সারা বাংলাদেশে নৌকার জয় চাই। শেখ হাসিনা আছে বলেই আজ বাংলাদেশ উন্নয়নের রোল মডেল হয়েছে। জনগণের ভাগ্যের পরিবর্তন করতে হলে শেখ হাসিনার ভোট দেন। বাংলাদেশের আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করতে হবে। তাই সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে। আওয়ামী লীগের সরকার পতন ঘটানো স্বপ্ন বাদ দিতে হবে বিএনপির। তথ্য নির্ভর বাংলাদেশ গড়েছে। সবাই একসাথে জবাব দিব বিএনপির।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের সদস্য সাজেদুল ইসলাম লাভলু,আজাদ আলী,হাফিজুর রহমান হাপু,আবু বক্কর সিদ্দিক আরিফ,আলমগীর হোসেন খোকা সহ চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগ নেতা মাসুদুর রহমান,দরূদ হাসান,হাসানুল ইসলাম পলেন,জুয়েল জোঃ,রামিম হাসান সৈকত,শেখ রাসেল,খালিদ মন্ডল সহ চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী যুবলীগের নেতৃবৃন্দ।

স্বাধীনতা বিরোধীতারা এখনও সোচ্চার —অ্যাড. শামীম আল সাইফুল

মেহেরপুরে “তারুণ্যের জয়যাত্রা” সমাবেশে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশের উন্নয়ন, অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে এবং ডিজিটাল বাংলাদেশকে স¥◌ার্ট বাংলাদেশে উন্নিত করণে বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে মেহেরপুর জেলা যুবলীগের “তারুণ্যের জয়যাত্রা” সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি।

আজ সোমবার বিকালে শহীদ সামসুজ্জোহা নগর উদ্যানে আয়োজিত এই বিশাল জনসভায় সভাপতিত্ব করেন মেহেরপুর জেলা যুবলীগের আহবায়ক ও মেহেরপুর পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন।

জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক শহিদুল ইসলাম পেরেশানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত এই জন সভায় বক্তব্য রাখেন, কেন্দ্রীয় যুবলীগের সদস্য জাকির হোসেন, গাংনী উপজেলা যুবলীগের সভাপতি মোশাররফ হোসেন, মুজিবনগর উপজেলা যুবলীগের সাবেক সভাপতি ও মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সদস্য কামরুল হাসান চান্দু, গাংনী উপজেলা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক প্রভাষক শফি কামাল পলাশ, মেহেরপুর সদর উপজেলা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক ও পৌর সভার কাউন্সিলর আল মামুন, গাংনী উপজেলা যুবলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মজিরুল ইসলাম মিয়া, জেলা যুবলীগের সদস্য সামসুর রহমান সাজু।

সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, বাংলাপদেশ আওয়ামী যুবলীগের সদস্য অ্যাডভোকেট হুমায়ূন কবির, মো: রেজাউল ইসলাম, ম. জেমস স্বপন মল্লিক বাবু।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে অ্যাডভোকেট শামীম আল সাইফুল সোহাগ আরও বলেন, বিশ^ ব্যাংকের টাকা ফেরৎ দিয়ে নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণ করে দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের মানুষের দূর্দশা কমিয়েছেন প্রধান মন্ত্রী। তিনি মেট্রোরেল, বঙ্গবন্ধু ট্যানেল, ফ্লাইওভ্যারসহ মেগা প্রকল্প স্থাপন করে বিশ^কে তাক লাগিয়েছেন। সারা পৃথিবী যখন করোনায় পরাস্থ হয়েছিল, তখন যুবলীগের কর্মীরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মানুষের বাড়ি বাড়ি খাবার পৌছে দিয়েছেন।

তিনি আরও বলেন, স্বাধীনতার ৫০ বছরে বাংলাদেশ যখন উন্নত বাংলাদেশের পরিণত, ঠিক তখন পাকিস্তান এখন তলাবিহীন ঝুড়িতে পরিণত হয়েছে। অথচ, বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ফকরুল সাহেব বলেন আমরা পাকিস্তান আমলেই ভাল ছিলাম।

আলমডাঙ্গায় নৌকা মঞ্চ কমিটির উদ্যোগে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

নৌকা মঞ্চ কমিটির উদ্যোগে মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল রবিবার বাবুপাড়া কমিউনিটি সেন্টারে সকাল ১০টার দিকে আওয়ামী লীগের তৃণমূলের ত্যাগী ও বঞ্চিত নেতাকর্মিদের ব্যানারে গঠিত এ কমিটির মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মত বিনিময় সভায় বক্তাগণ বলেন, আজকে আমরা এখানে যারা উপস্থিত হয়েছি, প্রত্যেকে বিগত সরকারের আমলে নির্যাতনের স্বীকার হয়েছি। লড়াই সংগ্রাম করেছি। দলের জন্য মামলা হামলার শিকার হয়েছি। আজকে দল যখন ক্ষমতায়, তখনও আমরা আজ নির্যাতনের শিকার।একজনকেও কোন কমিটিতে রাখা হয়নি। আমাদের অপরাধ আমরা নৌকার লোক।সব সময় নৌকার পক্ষে কাজ করেছি।

গত উপজেলা নির্বাচনে আমরা দলের চেয়ারম্যান প্রার্থীর নৌকা প্রতিকে ভোট করেছিলাম। সেই সময় চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতির নির্দেশে তাদের তৈরী পকেট কমিটির লোকজন বলেছিল এ নৌকা কাগজের নৌকা। তারা নৌকার বিরুদ্ধে ভোট করেছিল। আমরা সভানেত্রীর দেয়া নৌকার প্রতিকের প্রার্থীর পক্ষে ভোট করেছিলাম। এটাই আমাদের অপরাধ। সে কারণে আমরা আজ নির্যাতিত। নিপীড়িত।

বক্তাগণ আরও বলেন, আমরা আগামী সংসদ নির্বাচনে একজন গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিকে নৌকার নমিনেশন দেবার জন্য সভানেত্রীর কাছে আবেদন জানাবো। প্রয়োজন আমরা নেত্রীর সাথে দেখা করে বিষয়টি বলবো।

মত বিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা নৌকামঞ্চ কমিটির সভাপতি, জেলা আওয়ামীলীগের সাবেক তথ্য ও গবেষনা বিষয়ক সম্পাদক ও ভাংবাড়িয়া ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান কাওসার আহমেদ বাবলু ।

নৌকামঞ্চ কমিটির সাধারণ সম্পাদক জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক ও চিৎলা ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান জিল্লুর রহমানের উপস্থাপনায় উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন নৌকা মঞ্চ কমিটির সহসভাপতি ও পদ্মবিলা ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান আবু তাহের, নৌকা মঞ্চের প্রধান উপদেষ্টা, আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও কুমারী ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান আবুল কালাম আজাদ, খাদিমপুর ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাবেক সভাপতি আব্দুল হালিম মন্ডল, কুতুবপুর ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সদস্য সাখাওয়াত হোসেন টাইগার, জেলা কৃষকলীগের সভাপতি ও মোমিনপুর ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান গোলাম ফারুক জোয়ার্দ্দার, কালিদাসপুর ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা মঈন উদ্দিন পারভেজ, জেলা পরিষদের সাবেক সদস্য ও গাংনী ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক রকিবুল ইসলাম, উপজেলা কৃষকলীগের সাধারন সম্পাদক ও নাগদাহ ইউনিয়নরে সাবেক সাধারন সম্পাদক খন্দকার বজলুর রহমান, বেলগাছী ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাবেক সাধারন সম্পাদক নজরুল ইসলাম, ডাউকি ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাবেক সভাপতি মোনায়েম হোসেন, কালিদাসপুর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাবেক সভাপতি আবু তালেব, খাসকররা ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাবেক সাাধারন সম্পাদক এ এইচ এম মোয়াজ্জেম হোসেন, জেহালা ইউনিয়নের সাবেক সাধারন সম্পাদক ফজলুল হক, কুমারী ইউনিয়নের ইউপি সদস্য নজরুল ইসলাম, বাড়াদি ইউনিয়নের ইউপি সদস্য হাসিবুল ইসলাম, কুমারী ইউনিয়নের সাবেক যুগ্ম সম্পাদক বুলু মিয়া, বেলগাছি ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মাহবুবুর রহমান, খাসকররা ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সদস্য (অবসেনা সদস্য) রুহুল আমীন, আওয়ামীলীগ নেতা আব্দুল মজিদ, যুবলীগ নেতা রাসেল পারভেজ রাজু, এছাড়াও আওয়ামীলীগ, কৃষকলীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগসহ ৭১ সদস্য বিশিষ্ট নৌকা মঞ্চ কমিটির নেতৃবৃন্দ।

কুড়ুলগাছি ইউনিয়ন যুবলীগের প্রস্তুতিসভা অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের আয়োজনে তরুন্যর জয়যাত্রা প্রোগাম সফল করার জন্য আজ রবিবার বিকাল ৪ টার দিকে কুড়ুলগাছি ইউনিয়ন যুবলীগের আয়োজনে ইউনিয়ন পরিষদ হলরুমে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

কুড়ুলগাছি ইউনিয়ন সভাপতি দেলোয়ার হোসেন বিপু ‘র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন

সাধারণ সম্পাদক রিপন, সহ সভাপতি, আলমগীর,তারিকুল, সঞ্জয়, মামুন অর রশিদ,যুগ্ম সম্পাদক শিমুল, শেখ সুমন,সাংগঠনিক সম্পাদক মামুন, অর্থ সম্পাদক রবিউল ইসলাম, মুক্তিযোদ্ধা সম্পাদক, আবুল কালাম আজাদ, সহ সম্পাদক ওয়াজ,খালিদ,সদস্য, লাবলু, আলমগীর, বকুল, মাছুম, জসিম, সামাদ,আরিফ , খোকন, কালু প্রমুখ।

মেহেরপুরে শেখ হাসিনার কারাবন্দী দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা

১৬ জুলাই, গণতন্ত্রের মানষ কন্য শেখ হাসিনার কারাবন্দী দিবস উপলক্ষে মেহেরপুরে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ রবিবার (১৬ জুলাই) বিকালে আওয়ামীলীগের মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের এই আলোচনা সভা ও দোয়া অনুষ্ঠিত হয়।

স্বেচ্ছাসেবক লীগের নবনির্বাচিত সভাপতি আরিফুল ইসলাম সোবহানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন, জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক বারিকুল ইসলাম লিজন, জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের মহিলা বিষায়ক সম্পাদক মোছা: নাছিমা খাতুন,

সদর স্বেচ্ছাসেবক লীগের আহবায়ক সানোয়ার হোসেন,গাংনী উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের আহবায়ক তৌহিদুল ইসলাম, মুজিবনগর উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের আহবায়ক রহমান মতিউর রহমান সহ রুবেল হোসেন, রিয়াদ আজিম, রাশেদুল ইসলাম, শাহিন তানিম,আহার হোসেন, জীবন আকবর, আশিকুর রহমান প্রমূখ।

একাত্তরের সেই পরাজিত সৈনিক এখনো ঘাপটি মেরে বসে আছে

মেহেরপুর জেলা যুবলীগের আহবায়ক ও মেহেরপুর পৌর সভার মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন বলেন, সামনে জাতীয় নির্বাচন। এই জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে যারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা চায়নি, বাংলাদেশের লাল সবুজের পতাকা বিশ্বাস করেনা, বাংলাদেশের মানচিত্র মেনে নিতে পারেনি, একাত্তরের সেই পরাজিত সৈনিক এখনো ঘাপটি মেরে বসে আছে। তারা আবারও মাথা চাড়া দিয়ে প্রকাশ্যে কাজ করছে। বাংলাদেশের উন্নয়নে তারা এখন বারবার আঘাত হানছে।

আজ শুক্রবার বিকালে গাংনী উপজেলা যুবলীগ কর্তৃক আয়োজিত প্রস্তুতি সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখতে গিয়ে এসব কথা বলেন মাহফুজুর রহমান রিটন।

বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রনায়ক শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে ও ডিজিটাল বাংলাদেশকে স্মার্ট বাংলাদেশে উন্নীত করণে আগামী ১৭ জুলাই মেহেরপুরে “তারুণ্যের জয়যাত্রা” সমাবেশ সফল করার লক্ষ্যে গাংনীতে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গাংনী উপজেলা যুবলীগের আয়োজনে গতকাল শুক্রবার বিকেলে যুবলীগের কার্যালয়ে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।
গাংনী উপজেলা যুবলীগের সভাপতি মোশাররফ হোসেনর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রস্তুতি সভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক শহিদুল ইসলাম পেরেশান।

এসময় বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা যুবলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও জেলা পরিষদের সাবেক সদস্য মজিরুল ইসলাম, যুবলীগ নেতা রবিউল ইসলাম রবি, কেসমত আলী, মতিয়ার রহমান, শফিকুল ইসলাম, আশিকুর রহমান আকাশ প্রমুখ।

মাহফুজুর রিটন আরও বলেন, আপনারা লক্ষ করে দেখবেন যখনি দেশে দু:সময় আসে তখনি তারা শেখ হাসিনার প্রতি আঘাত হানে। তিনি বলেন, শেখ হাসিনার উপর আঘাত আসলে যুবলীগের নেতা কর্মীরা বসে থাকতে পারেনা। অতীতে তারা তাদের সেই প্রমান দিয়েছেন।

তিনি বলেন, মেহেরপুরের সাথে মুক্তিযুদ্ধের অনেক ইতিহাস জড়িয়ে আছে। মেহেরপুরের মাটি পবিত্র। যে পবিত্র মাটিতে বাংলাদেশের প্রথম সরকার গঠিত হয়েছে। এখান থেকেই বাংলাদেশের শুরু। তাই এই মাটি থেকে আমাদেরকে শুরু করতে হবে।

তিনি বলেন, আওয়ামীলীগের একজন লোক শক্ত হয়ে দাঁড়ালে তার কাছে হাজারও লোক প্রতিহত হবে। কারন আওয়ামীলীগের লোকের মুখে থাকে জয় বাংলার শ্লোগান, তার বুকে থাকে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ। তাই জামায়ত বিএনপি অপশক্তি কখনো শেখ হাসিনার ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে স্মার্ট বাংলাদেশ রুখতে পারবেনা। এই অপশক্তির বিরুদ্ধে আগামীতে যুবলীগ দাঁত ভাঙ্গা জবাব দেবে। তিনি যুবলীগকে তাদের সকল দ্বিধা দ্বদন্দ্ব ভুলে এক কাতারে থাকার আহবান জানান ।

সভাটি যৌথ ভাবে পরিচালনা করেন গাংনী উপজেলা যুবলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আমজাদ হোসেন ও যুবলীগ নেতা ইসমাইল হোসেন।

চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন

চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী সেচ্ছাসেবক লীগের ত্রি বার্ষিক সম্মেলনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে চারটার সময়

চুয়াডাঙ্গা সার্কিট হাউজ মাঠে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী সেচ্ছাসেবক লীগের আহবায়ক মোঃ ওবাইদুর রহমান চৌধুরী জিপু সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক কৃষিবিদ আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিম।

শুরুতে জাতীয় ও দলীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিকতা। আলোচন সভার শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলওয়াত করেন কারী শান্তি রহমান। চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী সেচ্ছাসেবক লীগের ত্রি বার্ষিক সম্মেলনে উদ্বোধক হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন বাংলাদেশ আওয়ামী সেচ্ছাসেবক লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি গাজী মেজবাউল হোসেন সাচ্চু। এ সময় তিনি বলেন, আমরা সারা বাংলাদেশ কে সেচ্ছাসেবক লীগকে একটি মডেল হিসেবে দাড় করাতে চাই। আগামী জাতীয় দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন বাংলাদেশ আওয়ামী সেচ্ছাসেবক লীগ মাঠ পর্যায়ে কাজ করে আবারো নৌকাকে বিজয় করবে।এ সময় তিনি সম্মেলন সফল করার জন্য সকলকে শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানান।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রদান করেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আ ফ ম বাহাউদ্দীন নাছিম। এ সময় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি কখনোই ক্ষমতায় আসতে পারবে না। এদেশের জনগণ বুঝে গেছে কারা স্বাধীনতার পক্ষে আর কারা বিপক্ষে। বিএনপি এদেশে ভোট ডাকাতির নজির স্থাপন করেছে! জিয়াউর রহমান হ্যাঁ না ভোট করেছে, খালেদা জিয়া ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারী নির্বাচন করে জনগনের ভোটাধিকার হরণ করছে! বিএনপি ভোট ডাকাতি করে দেশে বিদেশে ভোট ডাকাত হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে! মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন জননেত্রী শেখ এদেশের মানুষের ভোট ও ভাতের অধিকার ফিরিয়ে দিয়েছেন। আগামী জাতীয় দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে যদি বিএনপি আবারও ভোট বান চালের চেষ্টা করে তাহলে বাংলাদেশ আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের সকল নেতাকর্মীকে তা শক্ত হাতে প্রতিহত করার জন্য তিনি আহ্বান জানান।

বাংলাদেশ আওয়ামী সেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক এ কে এম আফজালুর রহমান বাবু বলেন, বাংলাদেশের ৪ বারের সফল প্রধানমন্ত্রী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য তনয়া জননেত্রী শেখ হাসিনা জনগনের সেবক! শাসক নয়! সেবার মধ্য দিয়ে তিনি জনগণের হৃদয়ে জায়গা করে নিয়েছেন। জনপ্রিয়তা দিয়েই আগামী নির্বাচনে বিপুল ভোটের মাধ্যমে নৌকা জয় লাভ করবে।

বিশেষ অতিথি বক্তব্য বাংলাদেশ আওয়ামী সেচ্ছাসেবক লীগের সহ-সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা সৈয়দ নাসিরউদ্দিন বলেন, বাংলাদেশ আওয়ামী সেচ্ছাসেবক লীগ কাজ করে মানুষের জন্য জনগণের জন্য। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন জননেত্রী শেখ হাসিনা দেশকে উন্নত সমৃদ্ধ দেশে পরিনত করতে দিনরাত অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন। সরকারের সফলতার জন্য তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান। তিনি সকলের নিকট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জন্য দোয়া চান।

শুভেচ্ছা বক্তব্যে প্রদান করেন বাংলাদেশ আওয়ামী সেচ্ছাসেবক লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক খায়রুল হাসান জুয়েল, খুলনা বিভাগীয় আওয়ামী সেচ্ছাসেবক লীগের দায়িত্বপ্রাপ্ত সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল্লাহ্ আল সায়েম,ঢাকা মহানগর আওয়ামী সেচ্ছাসেবক লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক কামরুজ্জামান সুমন, চুয়াডাঙ্গা পৌর আওয়ামী সেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি আব্দুল হালিম ভূলন, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা আওয়ামী সেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক মাফিজুর রহমান মাফি

প্রথম অধিবেশন শেষে দ্বিতীয় অধিবেশনে একক সভাপতি প্রার্থী হিসেবে সৈয়দ ফরিদ আহমেদ কে সভাপতি ঘোষণা করে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ। কিন্তু সাধারণ সম্পাদক হিসেবে পদপ্রার্থী ১১ জন তাদের জীবন বৃত্তান্ত জমা দেন। সকল সাধারণ সম্পাদক প্রার্থীকে নিদিষ্ট সময় দিয়ে একজন প্রার্থী বাঁচার কথা বলে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ। সকল সাধারণ সম্পাদক প্রার্থীদের মতামতের ভিত্তিতে হাফিজুর রহমান হাফিজকে সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নাম ঘোষণা করেন কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ ।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আজাদুল ইসলাম, চুয়াডাঙ্গা ২ আসনের সংসদ সদস্য হাজী আলী আজগর টগর, চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মাহফুজুর রহমান মনজু,চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা চেয়ারম্যান আশাদুল হক বিশ্বাস, দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলী মুনসুর বাবু, ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক দিলীপ কুমার আগরওয়ালা, চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল মালেক সহ চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী লীগ ও অঙ্গ সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা ও পরিচালনা করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের যুগ্ন আহবায়ক মতিয়ার রহমান মতি।

মেহেরপুর স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি সোবহান, সম্পাদক লিজন

আরিফুল ইসলাম সোবহানকে সভাপতি ও বারিকুল ইসলাম লিজনকে সাধারণ সম্পাদক ঘোষণা করে মেহেরপুর জেলা আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের ৩৪ সদস্য বিশিষ্ট আংশিক কমিটির অনুমোদন দেয়া হয়েছে।

১০ জুলাই মেহেরপুরে আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের ত্রিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলেও ১৩ জুলাই বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বাংলাদেশ আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদের প্যাডে দলটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি গাজী মেজবাউল হোসেন সাচ্চু এবং সাধারণ সম্পাদক আফজালুর রহমান বাবুর স্বাক্ষরিত চিঠিতে মেহেরপুর আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের ৩৪ সদস্যের আংশিক কমিটির অনুমোদন দেয়া হয় একই সাথে এই কমিটির সদস্যদের ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৩ এর মধ্যে কমিটি পূর্ণাঙ্গ করে কেন্দ্রীয় দপ্তরে জমা দেয়ার নির্দেশ প্রদান করা হয়।

কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন সহ-সভাপতি যথাক্রমে সোয়েব রহমান, জশিউর রহমান বকুল, আব্দুস সামাদ সোহাগ, নিশান সাবের, কামাল হোসেন জুয়েল, দেলোয়ার হোসেন মিঠু, তারিফুল ইসলাম জীবন, আশিকুর রহমান, সায়েক রহমান শিশির, আলাউদ্দিন এবং মো: মাসুদ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জুয়েল রানা, সাংগঠনিক সম্পাদক উসাইদ আল, সাংগঠনিক সম্পাদক শফিকুল ইসলাম পলাশ, গ্রন্থনা ও প্রকাশনা সম্পাদক মোঃ আরিফুর রহমান পারভেজ, আইন বিষয়ক সম্পাদক মোঃ আবুল কালাম আজাদ, স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা বিষয়ক সম্পাদক ডাঃ মামুন, সমাজকল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক মোঃ রবিউল ইসলাম, ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সম্পাদক মোঃ আলাউদ্দিন, বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক শরীফ রেজা পান্না, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক মোঃ শফিকুল ইসলাম, কৃষি বিষয়ক সম্পাদক মোঃ সুজন, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক মোছাঃ নাসিমা খাতুন, যুব ও ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক মোঃ জব্বার, তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক আতিক স্বপন, প্রতিবন্ধী উন্নয়ন বিষয়ক সম্পাদক মোঃ হাফিজুর রহমান।

এছাড়া সদস্য হিসেবে পদ পেয়েছেন মো: আল-ফারুক, মো: মাহাফুজুর রহমান রিন্টু, মো: আরিফুর রহমান, মো: সেন্টু বাবু, সুজন আহমেদ এবং আনোয়ার হোসেন।

উল্লেখ্য, ১০ জুলাই সোমবার মেহেরপুরে শহীদ শামসুজ্জোহা পার্কে মেহেরপুর জেলা আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের ত্রিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।